যুগান্তর

তারিখ 26 FEB 2012
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

তদন্ত কমিটির রিপোর্ট

ঢাবির গ ইউনিটের ভর্তি কেলেংকারির মূল হোতা কেন্দ্রীয় সেলের প্রধান

যুগান্তর রিপোর্ট

কেন্দ্রীয় ভর্তি সেলের প্রধানই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের অন্তর্ভুক্ত 'গ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় কেলেংকারির মূল হোতা। আর তার সহযোগী অনুষদের ডিন অধ্যাপক জামাল উদ্দিন। ওই ঘটনায় গঠিত কমিটি তদন্তে এ ঘটনা বেরিয়ে এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মিজানুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তদন্ত কমিটি রিপোর্টটি এরই মধ্যে জমা দিয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রিপোর্ট অনুযায়ী কোন ব্যবস্থা না নিয়ে তা ফেলে রেখেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ওই ভর্তি কমিটির সদস্য ছিলেন ১৮ জন এবং প্রশ্ন প্রণয়ন কমিটির সদস্য ছিলেন ৭৪ জন। প্রশ্নপত্র মডারেশন করেছেন ১১ শিক্ষক। সবচেয়ে মজার বিষয় হল ইংরেজি প্রশ্ন মডারেশন করেছেন ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সুবিনা খন্দকার। মডারেশনে তাকে সাহায্য করেছেন প্রধান : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৩

প্রধান : মূলহোতা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ওই বিভাগেরই প্রভাষক নুসরাত জাহান। ইংরেজির প্রশ্ন সাধারণত ইংরেজির সিনিয়র অধ্যাপকরাই মডারেশন করে থাকেন। তদন্ত কমিটি বাংলা বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক আহমদ কবির ও ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ফখরুল আলম। ভর্তি পরীক্ষায় কেলেংকারির জন্য তদন্ত কমিটি দায়ী করেছে কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটির সমন্বয়ক অধ্যাপক হাসিবুর রশীদ, অনুষদের ডিন অধ্যাপক জামাল উদ্দিন, ব্যাংকিং বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসের চেয়ারম্যান আবু হেনা রেজা হাসানকে। দ্বিতীয়বার ওএমআর শিটে ফল যাচাই না করে ফল যাচাই করা হয় ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে। এতে ভুল আরও বাড়ে। এ কাজে জড়িত ছিলেন ফিন্যান্স বিভাগের শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ ও ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসের চেয়ারম্যান আবু হেনা রেজা হাসান। তদন্ত কমিটির পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় ভর্তি সেলের প্রধান সমন্বয়ক অধ্যাপক হাসিবুর রশীদ কারিগরি বিষয়ে ডিনকে পরামর্শ দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। এছাড়া দ্বিতীয় ফল প্রকাশে ডিনকে বারবার তাগাদা দিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার বলে মন্তব্য করা হয়েছে তদন্ত কমিটির পর্যবেক্ষণে। অনুষদের ডিন অধ্যাপক জামালউদ্দিন কমিটিকে বলেছেন, কম্পিউটারে তিনি টাইপ করতে পারেন না। তাই অন্য দু'জন এ কাজটি করেছেন। এর মধ্যে বাংলা অংশের টাইপ করেছেন রফিকুল ইসলাম ও ইংরেজি অংশ টাইপ করেছেন আবু হেনা রেজা হাসান। সূত্রে জানা যায়, ওই দু'জন শিক্ষক টাইপ করার সময়ই একটি প্রশ্নের বিপরীতে থাকা পাঁচটি উত্তরের ধারা পরিবর্তন করে ফেলেন। অর্থাৎ প্রশ্নকারী শিক্ষকরা ৫টির মধ্যে যে অংশটি সঠিক বলে দিয়েছিলেন, সেটি ভুল টাইপের কারণে উল্টাপাল্টা হয়ে যায়। যে কারণে উত্তরও ভুল হয়ে যায়। এছাড়া প্রশ্নের ৩টি সেট তৈরি করতে গিয়েও এই ডিন শিক্ষক ভুল করেন। প্রশ্নের ইংরেজি অংশের প্রথম কম্প্রিহেনসিভ অংশের প্যাসেজটি তিনটি সেটেই ঠিক ছিল। কিন্তু এর বিপরীতে যে ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হয় সেগুলোর ধারা পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু এই অংশের উত্তর তিনটি সেটে একই রাখা হয়। এর ফলে প্রথম সেটের তুলনায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেটের ভুলের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ও তদন্ত কমিটির প্রধান অধ্যাপক মিজানুর রহমান বলেন, দ্বিতীয় দফায় ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ফল মূল্যায়ন করা হয়েছে। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ফল মূল্যায়ন না করে দ্রুত দ্বিতীয় দফায় ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ডিনের ওপর চাপ ছিল কেন্দ্রীয় ভর্তি সেলের কাছ থেকে। এটা ক্ষমতার অপব্যবহার।

প্রশ্নে ভুলের সংখ্যা : তথ্যানুসন্ধান কমিটির মতে 'গ' ইউনিটে মোট ১৮টি প্রশ্ন ভুল ছিল। কমিটি 'গ' ইউনিটের প্রশ্নটি বাংলা, ইংরেজি, হিসাববিজ্ঞান, অর্থনীতি ও ব্যবসায়ে নীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ ১৪ জন শিক্ষককে দিয়ে মূল্যায়ন করান। ওই শিক্ষকরা প্রশ্ন মূল্যায়ন করে প্রশ্নের বাংলা অংশে একাধিক উত্তর সংবলিত তিনটি প্রশ্ন, ইংরেজি অংশে উত্তর ছাড়া দুটি প্রশ্ন, হিসাববিজ্ঞানে একাধিক উত্তর সংবলিত চারটি প্রশ্ন, ব্যবসায়ে নীতি অংশে একাধিক উত্তর সংবলিত দুটি প্রশ্ন পেয়েছেন। ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের প্রশ্নে ইংরেজি ও অর্থনীতি অংশে একটি প্রশ্ন বিভ্রান্তিকর এবং অর্থনীতিতে তিনটি প্রশ্নের একাধিক উত্তর পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ফরিদউদ্দিন আহমেদ, আইন অনুষদের ডিন তাসলিমা মনসুর, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন সহিদ আকতার হুসেন, কলা অনুষদের ডিন সদরুল আমিন, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান সুলতানা পারভীন, সিন্ডিকেট সদস্য মাহফুজা খানম এবং কলেজ পরিদর্শক বিমল গুহ (সদস্য সচিব)।

ভুলের ধরন : গ ইউনিটের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মূল্যায়নে তিন ধরনের ভুল হয়েছে। বাংলা অংশে একটি প্রশ্ন ছিল কোনটি পর্তুগিজ শব্দ? এর উত্তরে যে চারটি শব্দ দেয়া ছিল তার মধ্যে আনারস ও পেয়ারা দুটি উত্তরই সঠিক। কিন্তু মূল্যায়নের সময় কর্তৃপক্ষ আনারসকে সঠিক বলে ধরে নেয়। এর ফলে যেসব শিক্ষার্থী পেয়ারাতে সঠিক চিহ্ন দেন তাদের উত্তর ভুল বলে ধরা হয়। ইংরেজী পর্বের একটি প্রশ্ন ছিলো despise সমার্থক শব্দ কোনটি? এর উত্তরে দেয়া চারটি শব্দের মধ্যে abhor শব্দটি সঠিক হলেও কিন্তু কর্তৃপক্ষ শব্দ facilitate সঠিক বলে ধরে নেয়। এর ফলে যারা সঠিক উত্তর দেন তারা নম্বর পাননি। একাধিক উত্তর এমন ভুল ছিল ছয়টি। এছাড়া ছয়টি প্রশ্ন ছিল যেগুলোতে কোন শুদ্ধ উত্তরই ছিল না।

তদন্তেই গলদ : প্রশ্নপত্র তৈরি থেকে উত্তরপত্র মূল্যায়ন পর্যন্ত সব জায়গায় ভুল করেছে পরীক্ষা কমিটি। নিয়ম অনুযায়ী বাংলা ও ইংরেজি প্রশ্ন তৈরির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও ইংরেজি বিভাগের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য না নিয়ে ব্যবসা অনুষদের শিক্ষকরাই প্রশ্ন করেন। এটি ছিল প্রথম ভুল। প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত করার সময় প্রশ্নপত্র সঠিকভাবে যাচাই করেননি যার কারণে একাধিক প্রশ্ন সংবলিত প্রশ্নও সেখানে চলে যায়। এটি ছিল দ্বিতীয় ভুল। তৃতীয়ত খামে থাকা সিলগালা উত্তর বের করে মূল উত্তরপত্র (ওএমআর শিট) তৈরির সময় শিক্ষকরা আবার ভুল করেছে। প্রথমবার ভুল ধরার পর প্রশ্নপত্র মূল্যায়নের জন্য পুনরায় মূল্যায়নপত্র তৈরি করা হয়। এ সময় বাংলা ও ইংরেজি বিভাগ থেকে ২ জন শিক্ষককে দিয়ে ওই দুই অংশ ঠিক করা হয়। কিন্তু সমস্যা বাধে ৩ সেট প্রশ্নের জন্য তিনটি মূল্যায়নপত্র তৈরি করতে গিয়ে। এ সময় 'ক' সেটের মূল্যায়নপত্র সঠিকভাবে তৈরি করা হয়। কিন্তু 'খ' ও 'গ' সেটের ইংরেজি অংশের প্রথম ৭টি প্রশ্নের উত্তর উল্টাপাল্টা হয়ে যায়। আর তা পুনরায় যাচাই না করেই খাতা মূল্যায়ন করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী সঠিক উত্তরপত্র স্ক্যানারে নিয়ে সব উত্তরপত্র পুনরায় মূল্যায়ন করার কথা। কিন্তু তা না করে কম্পিউটারে ম্যানুয়ালি নম্বর যোগ বিয়োগ করে মূল্যায়ন করা হয়। এ কারণে উত্তরপত্রে যে ভুল হয়েছিল তা ধরা পড়েনি। 'গ' ইউনিটের প্রশ্নপত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য দেয়া নির্দেশিকায় বলা হয়েছে প্রতি ভুল উত্তরের জন্য দশমিক ২৪ করে নম্বর কাটা হবে। কিন্তু ফল পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রথমবার প্রকাশিত ফলে তারা প্রতি ভুল উত্তরের জন্য দশমিক ২০ করে নম্বর কেটেছেন। আর পুনর্মূল্যায়িত ফলে তা সংশোধন করে দশমিক ২৪ করেছেন। এর ফলে প্রথমবার পাস হওয়া অনেক শিক্ষার্থী দ্বিতীয়বার প্রকাশিত ফলে ফেল করেন।